Pediatric Nephrology Support Center
Bangladesh

Contrast Induced Nephropathy: প্রয়োজন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

কিছুদিন আগে একটি বাচ্চা রোগী দেখলাম। বয়স মাত্র ৪ মাস। জন্মের পর থেকেই প্রস্রাব করতে কষ্ট হয় বলে একজন ডাক্তার দেখিয়ে করে দেখা যায় তার বাম কিডনিতে প্রস্রাব জমে থাকে যাকে আমরা Hydronephrosis বলি। এরপর তাকে Intravenous Urography (IVU) এবং DTPA পরীক্ষাসহ কিছু রক্ত পরীক্ষা করানো হয় । IVU করার সময় বাচ্চার অবস্থার অবনতি হয় এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করা হয়। দেখা যায় করার পূর্বে তার Serum Creatinine ছিল 25 umol/L এবং করার পর ছিল 99umol/L.

কেন এমনটি হল? কি করলে এটাকে এড়ানো যেত?

আসুন আমরা জেনে নিই Contrast Induced Nephropathy সম্বন্ধেঃ

শিরাতে Contrast দিয়ে পরীক্ষা করার পর৩ দিনের মধ্যে যদি কিডনির কর্মক্ষমতা (eGFR) যদি ২৫% এর চেয়ে বেশি কমে যায় তাহলে তাকে Contrast Induced Nephropathy বলে।

আমাদের দেশে একজন বিশেষজ্ঞের চেম্বারে এতো সিরিয়াল বা রোগী থাকে যে এতা নিয়ে কাউন্সিলিং করার বা সতর্ক করার সময়-সুযোগ থাকে না বা এই অভ্যাস আমাদের এখনো গড়ে উঠেনি। আবার ডায়াগনস্টিক সেন্তারগুলোতে এইধরনের ইমেজিং করার জন্য যতটুকু জ্ঞান এবং দক্ষতা সম্পন্ন টেকনিশিয়ান প্রয়োজন তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকেনা।

কারা Contrast Induced Nephropathy এর ঝুঁকিতে থাকেন?

রোগী সম্পর্কিতঃ

1. যাদের আগে থেকেই কিডনির কর্মক্ষমতা কম
2. যাদের কিডনির গঠনগত সমস্যা আছে
3. যাদের ডায়াবেটিস আছে
4. শরীরে পানি শুন্যতা বা Dehydration আছে
5. যাদের রক্তশূন্যতা আছে
6. যাদের শরীরে ইনফেকশন আছে
7. ইমেজিং পরীক্ষার পাশাপাশি একই সাথে কিডনির জন্য ক্ষতিকর ঔষধ খাওয়া যেমন ব্যাথানাশক ঔষধ
8. ঔষধে এলারজী থাকা

পরীক্ষা সম্পর্কিতঃ

1. Contrast এর ডোজ বেশি দেয়া
2. বেশি ঘনত্বের Contrast দেয়া।

Figure 1 Picture of an intravenous urogram film

Contrast Induced Nephropathy এর লক্ষনসমুহঃ

1. অত্যাধিক ক্লান্তি বোধ করা
2. রুচি কমে যাওয়া
3. প্রস্রাব কমে যাওয়া বা অত্যাধিক বেড়ে যাওয়া
4. হাত-পা ফুলে যাওয়া
5. চোখ ফুলে যাওয়া
6. ত্বক শুকনা বা চুলকানি বা পুড়ে যাওয়ার মত যন্ত্রনা হওয়া
7. জয়েন্টে ব্যথা হওয়া

প্রতিরোধ করার উপায়ঃ

- পরীক্ষা করার পূর্বে পানিশূন্যতা পুরন করা
- Nephrotoxic Drug যেমন ব্যথার ঔষধ এবং Diuretics জাতীয় ঔষধ ১-২ দিন আগে বন্ধ করা
- প্রয়োজনে শিরাতে স্যালাইন দেয়া
- প্রয়োজনে প্রতিরোধমূলক ঔষধ দেয়া
- যাদের আগে থেকেই কিডনির কর্মক্ষমতা ৬০% এর কম তাদের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে পরিহার করা বা বিকল্প পরীক্ষা করা

ডাঃ মোঃ আজিজুর রহমান
এম বি বি এস, এম ডি (শিশু কিডনী)
ক্লিনিক্যাল ফেলো (ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, সিঙ্গাপুর)
ক্লাসিফাইড স্পেশালিষ্ট (শিশু কিডনি)
কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটাল, ঢাকা।
Email: aziz44rmc@gmail.com